System Online

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(নিয়োগ শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং- ৬৯ এ,

তারিখঃ ১১ আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ। / ২৫ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় ঃ-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা (বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, খুলনা)-এর প্রাক্তন বেঞ্চ সহকারী শেখ মনোয়ারুল হক-এর চাকুরীতে পুনর্বহালসহ আর্থিক সুবিধাদি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ- ১। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা-এর স্মারক নং-১৮/প্রঃ, তারিখঃ-২১/০৩/১৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছি যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা (বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, খুলনা)-এর প্রাক্তন বেঞ্চ সহকারী শেখ মনোয়ারুল হক-কে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, খুলনা (মামলা নং-৫০/২০০৮) এবং প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা (মামলা নং- ২৭/২০১৮) এর বিগত ১২/০৪/২০১৬ এবং ০৪/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের রায়ের **(কপি সংযুক্ত)** আলোকে চাকুরীতে পুনর্বহাল হওয়ায় তার পূর্ববর্তী কর্মস্থল ও পদ হতে নিম্নবর্ণিত ছকের ডান পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থল ও পদে পদায়ন করা হ'ল ঃ

ক্রমিক	নাম ও নিবাস	পদবী ও পূর্ববর্তী কর্মস্থল	পদবী ও পদায়নকৃত কর্মস্থল
১।	জনাব শেখ মনোয়ারুল হক নিবাস ঃ সাতক্ষীরা।	বেঞ্চ সহকারী (প্রাক্তন) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, খুলনা।	নিম্নমান সহকারী জেলা জজ আদালত, কুমিল্লা।

২। উল্লিখিত কর্মচারীকে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে পদায়ন করায় তিনি কোনো প্রকার টি, এ/ ডি, এ পাওয়ার অধিকারী হবেন না।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই বিজ্ঞপ্তি জারী করা হলো।

আদেশক্রমে,

স্বাঃ/-
(মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ভূঁইয়া)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাঃ ও বিচার)
ফোন ঃ ৯৫৬৬৮২৬।

স্মারক নং-১ই-১৩৪/১১ (অংশ-০১)/ ৪১৫৩(৪) এ,

তারিখঃ ১১ আষাঢ় ১৪২৫ বঙ্গাব্দ। / ২৫ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ-

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। জেলা জজ, কুমিল্লা। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অত্র কোর্ট কর্তৃক পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিষয়টি অত্র কোর্ট-কে অবহিত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

৩। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, খুলনা।

৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সি,জি,এ ভবন, কক্ষ নং-৫০৩, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

৫। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৬। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, খুলনা/ জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কুমিল্লা।

৭। জনাব শেখ মনোয়ারুল হক, (বেঞ্চ সহকারী (প্রাক্তন), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, খুলনা), স্থায়ী ঠিকানা-প্রযত্নেঃ ডাঃ শেখ রুহুল আমিন, গ্রামঃ প্রপাজপুর, ডাকঘরঃ মথুরেশপুর, থানাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ সাতক্ষীরা। আপনাকে আগামী ১৫/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

25.06.18

(মো'তাছিম বিল্যাহ)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)
ফোন ঃ ৯৫৬১৯৩২।

২৩/১১/২০১৬ ২৩/১১/২০১৬ ২৩/১১/২০১৬ ২৪/১১/২০১৬ ২৪/১১/২০১৬

১

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
খুলনা।

উপস্থিত ঃ **শেখ মফিজুর রহমান**
সদস্য(জেলা জজ)
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, খুলনা।

মোকদ্দমা নং ঃ এ,টি মোকদ্দমা নং-৫০/২০০৮

রায় ঘোষণার তারিখ ঃ ১২/৪/২০১৬ ইং (রোজ মঙ্গলবার)।

শেখ মনোয়ারুল হক.....আবেদনকারী ।

-বনাম -

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে-

১। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনা।

জনাব মোঃ হায়দার আলী মোড়ল..... আবেদনকারী পক্ষের নিযুক্তিয় আইনজীবী।

জনাব এম.জি. গোলাম মোস্তফা.....সরকার পক্ষে নিযুক্তিয় প্যানেল আইনজীবী।

ঃ রায় ঃ

১৯৮০ সালের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইনের ৪ ধারা মোতাবেক দায়েরকৃত অত্র মোকদ্দমার আবেদনকারী শেখ মনোয়ারুল হকের সংক্ষিপ্ত নিবেদন হলো, আবেদনকারী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল,খুলনায় নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে যোগদান করতঃ চাকুরী করে আসতে থাকেন। ২০০৬ সালের জুন মাসের মামলার মাসিক বিবরণীতে অত্র ট্রাইব্যুনালে ১২৫৬ টি মামলা বিচারাধীন ছিল। ঐ সকল মামলার যাবতীয় কাজ আবেদনকারীকে একা করতে হতো। আবেদনকারীর কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষ ৩/৪/২০০৫ ইং তারিখের ৭১নং আদেশে আবেদনকারীর চাকুরী স্থায়ী করেন এবং চাকুরী ৮বছর পূর্ণ হওয়ায় ২৬/৪/২০০৫ ইং তারিখের ৭৩ নং আদেশে প্রথম টাইমস্কেল প্রদান করেন। আবেদনকারী সরকারী ছুটির দিনেও অফিসে পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়েও দৈনন্দিন কাজ সমূহ হালনাগাদ করে রাখতেন। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, নারী ও শিশু মামলা নং-১০৭সি/২০০৬, ১০৬সি/২০০৬, ১০১সি/২০০৬, ১০৯সি/২০০৬, ১১১সি/২০০৬, ১০৫সি/২০০৬, ১১৬সি/২০০৬, ১১৯সি/২০০৬, ১১৫সি/২০০৬ এর

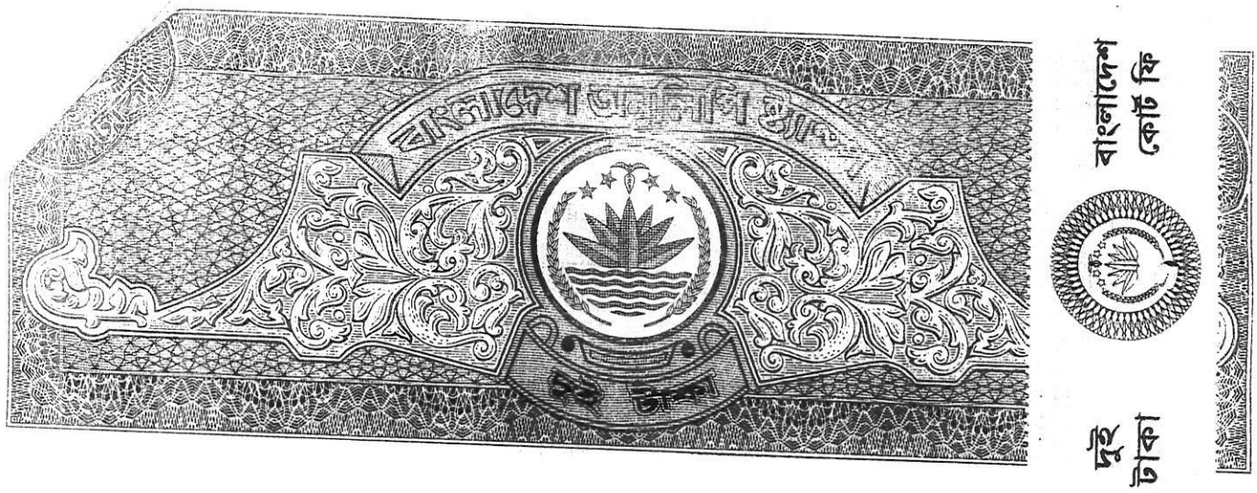

প্রসেস সময়মত ইস্যু করেন নাই। নারী ও শিশু মামলা নং-১৯২/২০০৫ আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী ১০/৭/২০০৬ তারিখ বিচারের জন্য দিন ধার্য্য আছে উল্লেখ করলেও নথিতে আদেশ পত্রের পার্শ্বে ০৭/৮/২০০৬ ইং তারিখ কাটাকাটি ছিল। কাষ্টডী ওয়ারেন্টেও ১০/৭/২০০৬ ইং তারিখ বিচার লিখে পি, ও কে দিয়া স্বাক্ষর করানো হয়। ২০০৫ ও ২০০৬ সালের সম্পূর্ণ বছর এর ১০/৭/২০০৬ ইং তারিখ ট্রাইব্যুনালের ডাইরী ও কজলিষ্টে প্রচুর কাটাকাটি ছিল। তাছাড়া আবেদনকারী প্রায়ঃশই অফিসে দেরী করে উপস্থিত হতেন। ৮৮/৮৯ নং মামলার ১৬/৫/২০০৬ ইং তারিখের আদেশ অনুযায়ী ২১/৬/২০০৬ ইং তারিখ ধার্য তারিখের পূর্বে আদেশের অনুলিপি পুলিশ সুপার, খুলনা এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানা, খুলনা এর বরাবর সাক্ষীর প্রতি সমন ইস্যু করার কথা থাকলেও তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নোটিশ ইস্যু করেন নাই। পুলিশ সুপার বরাবর নোটিশ ইস্যু করা হলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। আবেদনকারী এভাবে মিথ্যা স্মারক উল্লেখ করে নোটিশ ইস্যু করেন। তাছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১৪৭/২০০২, ২১/২০০৫, ৩১/২০০৫ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ এনে আবেদনকারীকে ১২/৭/২০০৬ ইং তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ সহ অভিযোগনামা আনয়ন করা হয়। উক্ত অভিযোগে আবেদনকারীকে কারণ দর্শানো হলে আবেদনকারী জবাব প্রদান করেন। আবেদনকারীর জবাবে ২নং প্রতিপক্ষ সন্তুষ্ট না হয়ে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। তদন্ত কারী কর্মকর্তা আবেদনকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তদন্ত পূর্বক ১১/১০/২০০৬ ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। ২নং প্রতিপক্ষ তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১৭/১০/২০০৬ ইং তারিখে আবেদনকারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করলে আবেদনকারী ২/১১/২০০৬ ইং তারিখে জবাব প্রদান করেন। আবেদনকারীর জবাব বিবেচনায় না নিয়ে ২নং প্রতিপক্ষ ৬/১২/২০০৭ ইং তারিখের আদেশে আবেদনকারীকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করেন। আবেদনকারী ১৭/১২/২০০৭ ইং তারিখে বরখাস্তের কপি প্রাপ্ত হয়ে ১নং প্রতিপক্ষ বরাবর ১৩/৩/২০০৮ ইং তারিখে চাকুরী আপীল আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ ৬০দিনের মধ্যে আপীলের কোন সিদ্ধান্ত না জানালে আপীলটি নামঞ্জুর গণ্যে ২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৬/১২/২০০৭ ইং তারিখে আবেদনকারীকে চাকুরী হতে বরখাস্তের আদেশ রদ-রহিত করতঃ আবেদনকারী এখনও চাকুরীতে বহাল আছেন মর্মে বকেয়া বেতন-ভাতাদি পাওয়ার প্রার্থনায় ১২/১১/২০০৮ ইং তারিখে অত্র ট্রাইব্যুনালে অত্র মামলা দায়ের করেন।

অপরদিকে, ২নং প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তিনি জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে ইং ১০/৭/২০০৬ তারিখ আদালতের নথি পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আবেদনকারী নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১০৭সি/০৬ মামলায় ইং ১৯/৬/০৬ তারিখে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যুর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও ১০/৭/২০০৬ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন প্রসেস ইস্যু করেন নাই। অনুরূপভাবে নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১০৬সি/০৬ এ কোন প্রসেস ইস্যু করেন নাই। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১০১সি/০৬ মামলায় ইং ১৩/৬/০৬ তারিখে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যুর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও ১০/৭/২০০৬ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন প্রসেস ইস্যু করেন নাই। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১০৯সি/০৬ মামলায় ইং ২০/৬/০৬ তারিখে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যুর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও ১০/৭/২০০৬ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন প্রসেস ইস্যু করেন নাই। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১১১সি/০৬ মামলায় ইং ২১/৬/০৬ তারিখে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যুর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও ১০/৭/২০০৬ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন প্রসেস ইস্যু করেন নাই। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১০৫সি/০৬ মামলায় ইং ৬/৬/০৬ তারিখে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যুর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও ১০/৭/২০০৬ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন প্রসেস ইস্যু করেন নাই। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১১৬সি/০৬ মামলায় ইং ২৮/৬/০৬ তারিখে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যুর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও ১০/৭/২০০৬ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন প্রসেস ইস্যু করেন নাই। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১১৯সি/০৬ মামলায় ইং ৪/৭/০৬ তারিখে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যুর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও ১০/৭/২০০৬ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন প্রসেস ইস্যু করেন নাই। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১১২সি/০৬ মামলায় ইং ২০/৬/০৬ তারিখে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যুর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও ১০/৭/২০০৬ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন প্রসেস ইস্যু করেন নাই। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১১৫সি/০৬ মামলায় ইং ২৯/৬/০৬ তারিখে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যুর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও ১০/৭/২০০৬ ইং তারিখ পর্যন্ত কোন প্রসেস ইস্যু করেন নাই। ইস্যু না করার ক্ষেত্রে আবেদনকারী দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ে মৌখিক অভিযোগ পাওয়া যায়। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১৯২/০৫ এ ইং ১০/৭/০৬ তারিখ বিচারের জন্য দিন ধার্য আছে মর্মে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বক্তব্য রাখেন কিন্তু নথিতে দেখা যায় ৭/৮/০৬ ইং তারিখ দিন ধার্য আছে এবং আদেশ পত্রের পাশে লেখা আছে ৭/৮/০৬ তারিখ এবং সে ভাবে কাটাকাটি আছে। হাজতী আসামী ১০/৭/০৬ তারিখে আদালতে এসেছে

এবং সেখানে দেখা যায় ১০/৭/০৬ ইং তারিখ বিচার এবং এই ভাবে দরখাস্তকারী লিখে পি.ও -কে দিয়ে স্বাক্ষর করেছেন।

২০০৫ সালের পুরো বছর এবং ২০০৬ সালের ইং ১০/৭/০৬ তারিখ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের ডায়রী কজলিষ্টে প্রচুর কাটাকাটি রয়েছে। আবেদনকারী প্রায়শঃই অফিসে দেরী করে উপস্থিত হতেন। সংশোধন হতে বললে সংশোধন হন নাই। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ৮৮/৯৮ এর ১৬/৫/০৬ ইং তারিখের আদেশ পত্র অনুযায়ী ২১/৬/০৬ ইং তারিখের ধার্য তারিখের পূর্বে এন/ডব্লিউ/ডব্লিউসহ আদেশের অনুলিপি পুলিশ সুপার খুলনা এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানা, খুলনা বরাবর প্রেরণের আদেশ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র পুলিশ সুপার, খুলনা বরাবর নোটিশ ইস্যু করেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানা বরাবর কোন আদেশ প্রেরণ করেন নাই। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ২৩৭/০২ এর ইং ১৬/৩/০৬ তারিখের আদেশপত্রে সাক্ষী হাজির করার জন্য ইং ২১/৬/২০০৬ তারিখ দিন ধার্য করা হয় এবং সেখানে অনুলিপি পাঠানোর আদেশ হয় ইং ২১/৩/২০০৬ তারিখে। আবেদনকারী ১৬/৩/২০০৬ ইং তারিখে ইস্যুর নোট দিয়াছেন। নারী ও শিশু মামলা নম্বর ১৪৭/০২ এর ৮/৫/২০০৬ তারিখে আদেশ পত্রে দেখা যায় প্রসেস ইস্যুর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারী ইচ্ছাকৃতভাবে প্রসেস ইস্যু করেন নাই। নারী ও শিশু মামলা নং ৩১/০৫ এ বিজ্ঞ স্পেশাল মামলায় বাদিনীর সাক্ষ্য সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নথিতে বাদিনীর জবানবন্দি পাওয়া যায় না। ইনডেক্স রেজিষ্টারে ২০০৪ সালের পরে আর কোন নথি ডিসপাসে দেন নাই। ১৪৩/০৪ নম্বর মামলায় জামিন শুনানীর জন্য দিন ধার্য থাকে মর্মে দৈনিক কার্য তালিকায় উল্লেখ করেন কিন্তু নথিতে কোন আদেশ নাই। উপর্যুক্ত কারণে আবেদনকারী সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা,১৯৮৫ এর অধীন অসদাচরণ, দুর্নীতিসহ অন্যান্য অভিযোগে অভিযুক্ত। উল্লেখিত অপরাধের জন্য উক্ত বিধিমালার ৩(এ)(১), ৩(বি), ৩(ডি) বিধির অধীনে কৃত অপরাধের জন্য আবেদনকারীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। একই বিধিমালার ৪ এর বিধি মতে কেন আবেদনকারীকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হবে না পত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে বক্তব্য পেশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তাও জবাবে উল্লেখ করার কথা বলা হয়। দুটি কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করানো হয়। তদন্তে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তদন্ত পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

আবেদনকারী কোন প্রতিকার পেতে পারেন না। তার মামলা খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় ঃ

১। অত্র মামলা তামাদিতে বারিত কিনা ?

২। অত্র মামলা পক্ষদোষে দুষ্ট কিনা ?

৩। ২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৬/১২/২০০৭ ইং তারিখের আদেশে আবেদনকারীকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা যুক্তিযুক্ত ও আইনসঙ্গত হয়েছে কিনা ?

৪। আবেদনকারী প্রার্থীতমতে বা অন্য প্রতিকার পেতে পারেন কিনা ?

১২/৪/২০১৬ ইং

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ

১ ও ২নং বিচার্য বিষয় ঃ

বিচার্য বিষয় দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় একত্রে আলোচনা করা হলো। স্বীকৃত যে, গত ৬/১২/২০০৭ ইং তারিখে আবেদনকারীকে চাকুরী হতে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে আবেদনকারী উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ১৩/৩/২০০৮ ইং তারিখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিভাগীয় চাকুরী আপীল দায়ের করেন যা নিস্পত্তি হয়নি। অতঃপর আবেদনকারী কোন প্রতিকার না পেয়ে ১২/১১/২০০৮ ইং তারিখে অত্র ট্রাইব্যুনালে অত্র মামলা দায়ের করেন।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট,১৯৮০ এর ৪(২) ধারার বিধান মোতাবেক সংক্ষুব্ধ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভাগীয় আপীল দায়ের করলে কর্তৃপক্ষ ৬০ দিনের মধ্যে আপীলের কোন সিদ্ধান্ত না জানালে আপীল আবেদনটি নামঞ্জুর গণ্যে আপীল দায়েরের তারিখ হতে ২মাস+৬মাস=৮মাসের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের বিধান রয়েছে। নথি পর্যালোচনা এবং সার্বিক অবস্থা দৃষ্টে অত্র আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, অত্র মামলাটি আবেদনকারী আইনসঙ্গত সময়ের মধ্যে দায়ের করায় মামলাটি তামাদি দোষে দুষ্ট হবেনা। তাছাড়া ২নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীর Apointing authority এবং ১নং প্রতিপক্ষ তথা সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আপীলেট authority. এখানে অন্য কাউকে পক্ষভূক্ত করার কোন সুযোগ নাই মর্মে অত্র ট্রাইব্যুনাল মনে করেন। সুতরাং মামলাটি পক্ষদোষেও দুষ্ট হবেনা। সেমতে অত্র বিচার্য বিষয় দুটি আবেদনকারীর অনুকূলে নিস্পত্তি করা হলো।

৩ ও ৪নং বিচার্য বিষয় ঃ

বিচার্য বিষয় দুটি একে অপরের পরিপূরক ও সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে আলোচনা করা হলো।

স্বীকৃত যে, আবেদনকারী শেখ মনোয়ারুল হক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল,খুলনার বেঞ্চ সহকারী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি চাকুরী করাকালীন সময়ে উক্ত ট্রাইব্যুনালে ২০০৬ সালের জুন মাসে প্রায় ১২৫৬ টি মামলা বিচারাধীন ছিল। বিচারাধীন ঐ সমস্ত মামলার নোটিশ ইস্যু করা, সমন দেয়া, অর্ডার লেখা, ডায়রী ও কজলিষ্ট করা সহ নথির যাবতীয় কাজ আবেদনকারী একক হাতে করায় আবেদনকারী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মামলার পক্ষদেরকে সঠিকভাবে নোটিশ ইস্যু করতে ব্যর্থ হন। সমন প্রস্তুত করে পিওনদের দেয়া হলেও তারা তা সঠিক সময়ে জারী না করে ফেলে রাখেন। নথির অর্ডারশীটের তারিখের সাথে ডায়রী/কজলিষ্টের তারিখ সঠিক না হওয়ায় ডায়রী ও কজলিষ্টে তারিখ ঠিক করার জন্য ডায়রী ও কজলিষ্টে কাটাকাটি হয়। উল্লেখিত অভিযোগের জন্য ২নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে কারণ দর্শান। পরবর্তীতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্ত পূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হলে ২নং প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে ৬/১২/২০০৭ ইং তারিখে চাকুরী হতে বরখাস্ত করেন। নথিস্থ কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনায় প্রায় ৫০০০(পাঁচ হাজার) মামলা বিচারাধীন আছে। স্বীকৃত যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খুলনায় ১জন স্টেনোগ্রাফার, একজন বেঞ্চ সহকারী ও ২জন এম, এল,এস,এস দিয়ে কোর্ট পরিচালনা করা হয়। উল্লেখিত ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মামলার নোটিশ ইস্যু করা, প্রত্যেহ নথিতে অর্ডার লেখা, সমন প্রস্তুত করা, প্রত্যেক দিনের মামলা ডায়রী ও কজলিষ্টে লেখা, কোর্ট ফি রেজিষ্টার ও প্রাপ্ত রেজিষ্টার লেখা, মামলা নিস্পত্তি ইনডেক্স, পরিসংখান, ইনফরমেশন ইত্যাদি কার্য সমূহ স্বাভাবিক ভাবেই আবেদনকারীর একার পক্ষে করা দুরুহ ছিল। তবুও আবেদনকারী দীর্ঘদিন এককভাবে কার্য সম্পাদন করেছেন। উল্লেখিত কাজ সমূহ আবেদনকারী এককভাবে সম্পন্ন করায় ২নং প্রতিপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে ৩/৪/২০০৫ ইং তারিখের ৭১ নং আদেশে আবেদনকারীর চাকুরী স্থায়ী করেন এবং ২৬/৪/২০০৫ ইং তারিখের ৭৩ নং আদেশ আবেদনকারীর চাকুরী ৮বছর পূর্ণ হওয়ায় প্রথম টাইমস্কেল প্রদান করেন। পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনালের নথি সংক্রান্ত দৈনন্দিনের কাজ সমূহ আবেদনকারীর একার পক্ষে করা সম্ভব ছিলনা মর্মে আবেদনকারী দরখাস্তে র মাধ্যমে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে ছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সম্পর্কে কোন কর্ণপাত করেন নাই বা গুরুত্ব দেন নাই। সুতরাং, ডায়রী ও কজলিষ্টে কাটাকাটির বিষয়টি আবেদনকারীর অনিচ্ছাকৃত হতে পারে বলে অত্র ট্রাইব্যুনাল মনে করেন। অন্যদিকে, কাটকাটি থাকলেও তা বিচারকের অনুস্বাক্ষর দেয়ার বিধান রয়েছে।

প্রতিপক্ষ হতে দাবী করা হয়েছে যে, আবেদনকারী উল্লেখিত মামলা সমূহে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যুর আদেশ হওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারী দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে মামলা সমূহের প্রসেস ইস্যু করেন নাই, যা প্রতিপক্ষ হতে মৌখিক অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বীকৃত যে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এ ধরণের মৌখিক অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে আবেদনকারী অর্থ উপার্জন করেছেন এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমান নাই। সাক্ষ্য-প্রমান ব্যতীত শুধুমাত্র মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে কোন শাস্তি আরোপ করা যায় না, যা আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। স্বীকৃতমতে, প্রতিপক্ষ হতে আবেদনকারীকে দুটি কারণ দর্শানো নোটিশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোন কারণ দর্শানো নোটিশেই " দ্বিতীয় কারণ দর্শানো" নোটিশ কথাটি উল্লেখ ছিলনা। সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা,১৯৮৫ সালের বিধান মোতাবেক কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গুরুদন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ সরবরাহ করার বিধান রয়েছে, যা আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রতিপালন করা হয়নি। খুলনার নারী ও শিশু নিযার্তন দমন আদালত হাজার হাজার মামলার ভারে জর্জরিত। আবেদনকারী উক্ত আদালতের একমাত্র বেঞ্চ সহকারী হওয়ায় তার উপর কাজের চাপ বর্ণণাতীত। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ থাকলেও তিনি দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন এমন কোন সাক্ষ্য উপস্থাপিত হয়নি। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানা, খুলনা বরাবর প্রসেস ইস্যু না করার যে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে তার ত্রুটিপূর্ণ, কারণ খুলনা জেলার মোহাম্মদপুর থানার অস্তিত্ব নাই। আবেদনকারীর সার্ভিস বই পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইতোপূর্বে তার বিরুদ্ধে কখনো কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ বোঝা যায়, তার ইতোপূর্বেকার সার্ভিসে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট ছিলেন। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোন বিচার প্রার্থী বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্য কেউ লিখিত আকারে কোন দরখাস্তও করেনি। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় এতে আবেদনকারীর প্রতিকূলে দন্ডের সুপারিশ করা হয়েছে যা বেআইনী। এতে প্রতীয়মান হয়, তদন্ত কর্মকর্তা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন নাই। মামলার কজলিষ্টে বিচারক নিজেই সই করেন বিধায় কাটাকাটির দায় এককভাবে বেঞ্চ সহকারীর উপর বর্তায় না। নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, বিগত ৮ বৎসর যাবৎ অত্র ট্রাইব্যুনালে অত্র মামলাটি চলমান। সেক্ষেত্রে আবেদনকারী ইতোমধ্যেই যথেষ্ট ভূক্তভোগী। তাছাড়া আবেদনকারীকে যে তর্কিত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তা অপরাধের তুলনায় বেশী হওয়ায় তর্কিত আদেশ হস্ত ক্ষেপযোগ্য মর্মে অত্র ট্রাইব্যুনাল মনে করেন।

সার্বিকদিক বিচার বিশ্লেষণে, নথিস্থ কাগজপত্র পর্যালোচনায় এবং বাস্তব অবস্থার আলোকে দেখা যাচ্ছে, অপরাধের তুলনায় আবেদনকারীকে বেশী শাস্তি প্রদান করায় ২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৬/১২/২০০৭ ইং তারিখের

তর্কিত আদেশে আবেদনকারীকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা যুক্তিযুক্ত ও আইনসঙ্গত হয়নি। অধিকন্তু, উপর্যুক্ত আলোচনা, নথি বিশ্লেষণ, সার্বিক ও বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় অত্রাদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারীকে তার কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে তর্কিত শাস্তি প্রদান করেছেন। ফলতঃ আবেদনকারী পরিবর্তিত আকারে প্রতিকার পেতে আইনতঃ ও ন্যায়তঃ হকদার।

এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় দু'টি আবেদনকারীর অনুকূলে আংশিক পরিবর্তিত আকারে নিস্পত্তি করা হলো।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র এডমিনিষ্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল(এটি) মোকদ্দমাটি ২নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় পরিবর্তিত আকারে আংশিক মঞ্জুর(Partly allowed) করা গেল।

তৎমতে বিগত ০৬/১২/২০০৭ ইং তারিখে চাকুরী হতে বরখাস্তের তর্কিত আদেশ রদ ও রহিত করা গেল। আবেদনকারী এখনও চাকুরীতে বহাল আছে মর্মে এতদ্বারা ঘোষণা করা হলো। সে তার বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবে। তবে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা,১৯৮৫ এর ৪(১)(বি) বিধি মোতাবেক তার ৩টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ৩বৎসরের জন্য স্হগিত করা হলো। অত্র আদেশ ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে কার্যকরী করার জন্য প্রতিপক্ষগনকে এতদ্বারা নির্দেশ দেয়া গেল।

আমার কথামত কম্পিউটার কম্পোজ
এবং সংশোধিত।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
১২/৪/২০১৬ ইং
(শেখ মফিজুর রহমান)
সদস্য(জেলা জজ)
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,খুলনা।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট
১২/৪/২০১৬ ইং
(শেখ মফিজুর রহমান)
সদস্য(জেলা জজ)
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,খুলনা।

Attested
Advocate
21.03.18

প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল

ঢাকা ।

উপস্থিত ঃ বিচারপতি জনাব এ,কে,এম, ফজলুর রহমান, চেয়ারম্যান ।

জনাব গৌতম আইচ সরকার , সদস্য ।

বেগম রুনা নাহিদ আকতার, সদস্য ।

আপীল নং- ২৭/২০১৮

বিচারক (জেলাজজ)
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল
খুলনা ।
.....আপীলকারী ।

- বনাম -

শেখ মনোয়ারুল হক ও অন্যান্য
.....রেসপনডেন্টগণ।

জনাব এম,এ, হান্নান স্বপন, বিজ্ঞ এডভোকেট, আপীলকারীর পক্ষে ।

আদেশ নং-০৩
তাং-০৪-০৩-২০১৮

অত্র আপীলটির গ্রহনযোগ্যতার শুনানীর জন্য লওয়া হল ।

আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ এডভোকেটের বক্তব্য শ্রবন করা গেল এবং আপীলস্মারক, তৎসহ দাখিলী নিম্ন ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত রায় এবং আপীল দায়ের করার বিলম্বের কারণ প্রদর্শিত দরখাস্ত পড়ে দেখা হল ।

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প

দুই টাকা

খুলনার প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এ,টি মামলা নং- ৫০/২০০৮ মঞ্জুর করে ১২-৪-২০১৬ তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে ঐ মামলার ২ নং প্রতিপক্ষ [বিচারক(জেলাজজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল,খুলনা] প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালস এ্যাক্ট ১৯৮০ এর ৬(২) ধারার অধীনে ০৫-০২-২০১৮ তারিখে এই আপীলটি দায়ের করেছে।

আপীলটি নির্ধারিত ৩ মাসের সময় সীমা অতিক্রান্ত হবার ১৮ (আঠার) মাস ২৩ দিন পরে দায়ের করা হয়েছে। আপীলটি আপীলাধীন রায় ও আদেশ প্রদানের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দায়ের না করায় সরাসরি নামঞ্জুর হল। -

স্বাক্ষর/-(বিচারপতি এ,কে,এম, ফজলুর রহমান), চেয়ারম্যান।

স্বাক্ষর/- (গৌতম আইচ সরকার) , সদস্য।

স্বাক্ষর/- (রুনা নাহিদ আকতার), সদস্য।

টাইপকারী ঃ

তুলনাকারী ঃ

Attested
21.03.18

[illegible] অনুলিপি
11.3.18
[illegible]
প্রশাসনিক [illegible] ট্রাইব্যুনাল
[illegible] ধারার
[illegible] আইনে [illegible] ক্ষমতাধীন